দৈনিক সংবাদ

তারিখ 25 APR 1995
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশ্নপত্র ফাঁস

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবার পূর্বরাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে হলে বিক্রি হয়েছে বলে পত্রপত্রিকায় খবর বেরিয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের কেলেংকারির ঘটনা ইতিপূর্বে না ঘটায় অনেক পরীক্ষার্থী হাতে লেখা প্রশ্নপত্রের ফটোকপি কেনেনি, বিষয়টিকে ভুয়া ভেবেছিল। কিন্তু পরীক্ষার হলে দেখা গেল হুবহু মিলে গেছে। যারা রাত জেগে চড়া দামে কেনা প্রশ্নপত্র অনুযায়ী প্রস্তুতি নিয়েছে, পরীক্ষাশেষে তাদের মুখের হাসি ও উল্লাস অন্যদের মাঝে ছড়িয়েছে হতাশা এবং ক্ষোভ; যারা প্রশ্নপত্র হাতের কাছে পেয়েও পাত্তা দেয়নি তারা আফসোসে মাথা কুটে মরেছে। কলা অনুষদের ডীন বলেছেন, পরীক্ষা শুরু হয়ে যাওয়ার যথেষ্ট আগে প্রশ্নপত্র ফাঁসের 'অভিযোগ' পাওয়া যায়নি বলে কোন ব্যবস্থা নেয়া যায়নি। তিনি বলেছেন, পরীক্ষা শুরুর মিনিট পাঁচেক আগে তিনি ফাঁস হওয়ার খবর পান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ শহরের ১৮টি কলেজ কেন্দ্রে এবার পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ফলে পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য নিয়মমাফিক তিন সেট প্রশ্ন তৈরি থাকলেও অন্য সেট সরবরাহ করা যায়নি। পরীক্ষা যথা নিয়মে হয়ে গেছে। কিন্তু ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্নপত্রের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হওয়ায় 'খ' ইউনিটের এই ভর্তি পরীক্ষার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ক্যাম্পাসে ছাত্র সংগঠনগুলো মিছিল করেছে, তদন্ত ও দোষীদের বিচার দাবি করেছে। পরীক্ষার্থীরাও মিছিল সমাবেশ করেছে। তারা সকলেই দাবি করছে নতুন ভর্তি পরীক্ষার। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি সাংবাদিকদের ডেকে বলেছেন, ছয় সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে; এরা 'অভিযোগ' খতিয়ে দেখবেন, দু'দিনের মধ্যে রিপোর্ট করবেন। রিপোর্ট অনুযায়ী উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। চাঞ্চল্যকর এ ঘটনার পর সকলের ক্ষোভ গিয়ে পড়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার ওপর। ডীন বলেছেন, ১৩ তারিখ রাতে 'অত্যন্ত সুরক্ষিত' একটি প্রেসে ছাপিয়ে প্রশ্নপত্রের বান্ডেল রীতি অনুযায়ী ঐ কর্মকর্তার জিম্মায় রাখা হয় এবং তার কাছ থেকেই পরীক্ষা শুরুর কিছুক্ষণ আগে কেন্দ্রগুলোতে প্রশ্ন যায়। যেখানে প্রশ্ন রাখা হয়েছিল সে জায়গাটিও নাকি 'একান্ত নিরাপদ' ছিল। সেজন্যই প্রশ্ন জেগেছে, কি করে নির্বাচিত সেটের প্রশ্নপত্র বাইরে চলে গেল। স্ট্রং রুম ভেঙ্গে প্রশ্নপত্র চুরি বা ছিনতাইয়ের কোন ঘটনাও ঘটেনি। ধারণা করা যায়, আপসেই কাজটা হয়েছে। হতে পারে, নির্ধারিত কিছু পরীক্ষার্থীর সুবিধার্থেই ফাঁসের এ ঘটনা ঘটানো হয়েছিল। হতে পারে, দুটো পয়সা বানাবার লোভের কারণেই ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্নপত্র আবার ছড়িয়ে পড়েছে হলে হলে। তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশের আগে কোন মন্তব্য করা ঠিক হবে না। তবে একথা ঠিক, দায়িত্বশীল কর্মকর্তার জিম্মায় থাকাকালে যদি প্রশ্নপত্র 'আউট' হয়, তবে 'নির্দোষ' হলেও তার নৈতিক দায় থেকে তিনি রেহাই পেতে পারেন না। ভিসি যেখানে ঘটনার ব্যাপারে সাংবাদিক সম্মেলন করছেন, প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিচ্ছেন সেখানে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক সাংবাদিকদের 'ফেস' করছেন না এটা কোন ভালো লক্ষণ নয়। তার বরং উচিত এগিয়ে এসে খোলাখুলি কথা বলা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য দুর্নাম থাকলেও সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে মোটামুটি একটা সুনাম ছিল। এস এস সি ও এইচ এস সি–তে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটে বোর্ডের ক্ষেত্রে এটা প্রায় 'স্বাভাবিক' ব্যাপার হয়ে গেলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল এ থেকে মুক্ত। ইন–কোর্স এবং বার্ষিক পরীক্ষায় কোন কোন দুর্নীতিপরায়ণ শিক্ষক কখনও কখনও প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা ঘটাননি তা নয়। তবে তার 'প্রভাব' কখনোই এত বড় ছিল না। আমরা মনে করি, প্রশাসনিক ভবন থেকে ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বের করে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি নতুন কলংক পয়দা করল। ভিসি যদি নতুন করে 'খ' ইউনিটের পরীক্ষা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেন, (যা নেয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়) তাতে বেশির ভাগ পরীক্ষার্থী খুশি হবে নিশ্চয়; কিন্তু এ কলংক কালিমা তাতেই ঘুচবে কিনা বলা কঠিন। ভিসি বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম রক্ষার জন্য তিনি সব করবেন। আমরা বলি, এই লক্ষ্য অর্জনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে যথেষ্ট নির্মম হতে হবে। অপরাধীদের খুঁজে বের করার পাশাপাশি উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে কোন আপস করা চলবে না। কেননা প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা এই প্রথম ঘটলেও প্রশাসনিক ভবনে নানা অনিয়ম, হয়রানি ও দুর্নীতি চলছে বহুদিন থেকেই। এসব ব্যাপারে প্রতিকারের উদ্যোগ না নেয়াতেই দুর্নীতিবাজদের 'সাহস' বেড়ে গেছে এবং প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার ঘটনাটি এই 'সাহসের'ই পরিণতি।